স্বচ্ছ আমি

কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উপর মাহিনার সূচক ওঠা নামা করে। দিনের শেষে দক্ষ শ্রমিক আর অদক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্তির অঙ্ক তাই আলাদা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ম কানুনের শিথিলতার কারণে এই বিভাজন রেখা মানা হয় না। স্কুলে বা বাড়িতে কাউকে পড়াতে যে প্রশিক্ষণ লাগে সেই বিষয়টাকেই অগ্রাহ্য করা হয়। তাই ইস্কুলের চাকুরী পেয়ে আমার মত প্রশিক্ষণহীন মাষ্টারমশায়রা প্রথমে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান, তারপর বিপদে পড়েন। বিপদ ভাবলে বিপদ। মানে ‘বাইচান্স’ যারা এই পেশায় আসেন, তাদের কথা বলছি না। ‘বাই চয়েস’ যারা আসেন তাদের মনের কথা বলছি। দিনে দিনে তাদেরও মনের গতি প্রকৃতি বদলায়। মানুষ তো। নিজের প্রতিকৃতি নিজের কাছেই ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যায়।

স্কুলে পড়াব এমন ইচ্ছেতেই তো এসএসসি তে বসা। কিন্তু (আমি যে পড়াতে পারিনা সেটা প্রকাশ্যে স্বীকার করিনা।) ছেলে মেয়েরা পড়তে চায়না। স্কুলে পড়ার বা পড়ানর পরিবেশ নেই। যারা স্কুলে আসে তারা ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার, ওদের ইস্কুলে ধরে রাখাই কাজ, কি শিখল না জানলেও চলে। ওদের পড়িয়ে কোন লাভ নেই। মিড ডে মিল খাইয়ে ছেড়ে দিলেই তো হয়। এখন পাশ ফেল উঠে গেছে। সিলেবাস শেষ করা নিয়ে কথা। সবচেয়ে বড় কথা কেউ কৈফিয়ত তলব করে না। কোন দায়বদ্ধতা নেই। কেউ শিক্ষাবর্ষের শেষে জানতেও চায়না সারা বছরে শিক্ষক মহাশয় কি পেরেছেন আর কি পারেননি। অতএব শিক্ষাদপ্তর সিলেবাস বদলালেই বা কি! কত পার্সেন্ট ডিএ তে পিছিয়ে আছি সেই হিসাব কষতে শিখে যাই, শিখে যাই এক্সট্রা ক্লাস না নিতে, প্রভিশনালে শ্যেন দৃষ্টি বুলিয়ে সহকর্মীর দিকে আড়চোখে তাকাতে। ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে টিফিনের লুচি-আলুর দমের পরিমাণ আর সরকারী তামাশা দেখে দাঁত বের করে হাসি। তবুও মনের গতি প্রকৃতি বোঝে কে! এমন হয়, কোন কোন দিন ক্লাসরুমের নৈশব্দে হাহাকার করে ওঠে মন। কিছু পারছি না। কিছু করছি না। সেসব দুর্বল মুহূর্তে নিজেকে জানাই, আমি তো স্কুলের জনপ্রিয় স্যার। অনেকে বলে বটে আমার পড়ানর গুণেই নাকি এত নম্বর উঠছে। আমি ক্লাসে ঢুকলেই যে সবাই উঠে দাঁড়ায়। আমার আবার প্রশিক্ষণ লাগবে নাকি! অফিস জানায় আর দু বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ না নিলে ইনক্রিমেন্ট আটকাবে। সর্বনাশ!! অতএব সেই মত খোঁজ খবর নাও। একবছরের সবেতন পড়াশোনা!! ভাবা যায় না!!

সুযোগ মেলে রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষক শিক্ষণ মন্দিরে, ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে। একদল শিক্ষক আর একদল ভাবী শিক্ষকের সঙ্গে প্রায় একবছরের জন্য যাত্রা শুরু করি। এ এক নতুন জন্ম। বয়স কমে যায়। চারদিকে নক্ষত্র সমাবেশ। যেমন পরিবেশ তেমন কর্মযজ্ঞ। মন্দিরের মতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্লাসরুম। মিশনের ধ্যান গম্ভীর রূপ। মহারাজ মাথায় রাখেন দায়িত্বের গুরুভার। পরিকল্পনার নড়চড় হয় না। একের পর এক মাস কেটে যায়। সম্পর্ক দৃঢ় হয়, বন্ধুত্ব বাড়ে। হোস্টেলের রাত দিন দুপুর প্রশিক্ষণরত ছাত্রদের তর্কে বিতর্কে সরগরম হতে থাকে। রুশো না জন দিউই, বিবেকানন্দ না মিশেল ফুকো, ডারউইন থেকে লার্জ হার্দল কলাইদার, আরব্য রজনী কিংবা পেদাগগি অব দ্যি অপ্রেসড, নিম্নবর্গ আর কন্যাদান, ফটোগ্রাফি বা ফেসবুক, টাকের চুল থেকে ঘাসফুল --কি নেই সে আলোচনায়। বিনয়ী, সাধু; ধড়িবাজ, ভক্ত; চতুর, বুদ্ধিমান; কপট, জ্ঞানী; শাক্ত, কমিউনিস্ট; মনোহর আইচ, পেলব রায়; ভাববাদী, মুক্তমনা; পরাক্রমী, ভীতু; শিল্পী, ছদ্মবেশী; খেলুড়ে, তেসুরে; বেসুরো, আইবুড়ো; প্রেমিক, প্রতারক —এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়। শিক্ষণ মন্দির বলে, যে সাধনার জায়গায় আমরা মানুষ, সেইটা দেখ, যেইখানে আমরা অসহায় জীব সেইখানটা বড় করে দেখনা। উত্তেজনায় টগবগ করে মন। আই অ্যাম ফ্রি টু বি, হোয়াট আই ওয়ান্ত টু বি। নিজেকে বলি পড়ে নাও, জেনে নাও, নাও শিখে, দাও শিখিয়ে। নিজের ছোট্ট আমিটাকে বড় কর, বড় করে নাও। 'এক সাথে কোথা পাবে এত সাধু সঙ্গ'।

শিক্ষণ মন্দিরে বিএড পড়তে এসে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার 'প্যারাদাইম শিফট'। হ্যাঁ, শিক্ষণ মন্দির আমার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। প্রশিক্ষণ ছাড়া শিক্ষণ-শিখন পক্রিয়ায় যে আমি আগে অংশ গ্রহণ করতাম, সেই সময়ের কথা ভাবলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। কিন্তু আজ? পাঠ পরিকল্পনা থেকে ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট, চিন্তন পক্রিয়া থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, টিএলএম থেকে পাঠ সমাপন—সবদিক দিয়েই এ আমি অন্য আমি। মহারাজ বা স্যাররাই শুধু নন, আমার সহপাঠীরা, রুমমেট বা মিশনের নন-টিচিং স্টাফরাও অল্প অল্প করে এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ঘটিয়েছেন বলে আজ আমিও আমার ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণের কাম্য পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হই। সক্ষম হই যে কোন কাজের আগে ক্লাস নেওয়ার মতই পরিকল্পনা করে নিতে, এবং সেই মত নিজের ও অন্যের কাজগুলির বণ্টন করতে। এখন তাই ক্লাস রুমে যেতে ভয় করেনা। কারণ এখন আমি পড়াই না। শেখানোর চেষ্টায় সারাক্ষণ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ঘেমে নেয়ে একাকার হই না। ওদের জানা 'অল্টারনেটিভ কনসেপ্ট'গুলো টেনে বের করার চেষ্টা করি। ওদের জানার পরিধি যে কত বড়। এখন

ওরা বলে আর আমি শুনি। কাজের মাধ্যমে খেলার ছলে ওরা যে পাঠে অংশ গ্রহণ করছে তা ভুলে যায়। এক্ষেত্রে আমার ছোটদের নিয়ে নাটক করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগে। সিনেমা দেখা, গান শোনা, নাটক করা, প্রকল্প রচনা, ছবি আঁকা, লেখা, খেলা, অরিগ্যামি, ম্যাজিক ইত্যাদি সবই এখন শেখার হাতিয়ার। ক্লাস রুম থেকে বেরিয়ে পাশের মাঠে বা পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওরা কি দেখছে তার লিস্ট বানিয়ে যখন খাতা ভরিয়ে তোলে তখন আনন্দে নেচে উঠি। এখন আমরা সকলেই মত বিনিময় করি। এখন আচরণের কাম্য পরিবর্তন ঘটে আগের চেয়ে অনেক সহজে। অনেকের মধ্যে পৌঁছান যায়। আর ভুলিনা ওদের প্রশংসা করতে। পাঠের পরিকল্পনা করে নিই অবসরে। কচ্ছপের মত দৌড়ই, কোন তাড়া নেই। সময়েই শেষ হয় কাজ। তাই এখন অঢেল সময়। নৈশব্দের গুমোট বাতাবরণ আর ঘিরে ধরে না আমার ক্লাসকে।

এই পরিবর্তনের প্রধান দিকগুলি আমার ব্যক্তিত্বেরও বদল ঘটিয়েছে। এক অস্বচ্ছতার বাতাবরণ সরে গেছে। এ এক স্বচ্ছ আমি। প্রাণ ঢেলে কাজ করি, খুশি মনে কাজ করি। প্রথম ক্লাস হোক বা শেষ ক্লাস, অন্যের ক্লাস হোক বা অন্য বিষয়ের --আর বিরক্তি লাগে না। আমার ক্ষোভ, আমার হতাশা, আমার ব্যাক্তিগত সমস্যাকে ঝেড়ে ফেলে ক্লাস রুমে যাই। আমার সীমাবদ্ধতা দিয়ে ওদের সীমাবদ্ধ করে দিই না। কোন নেতিবাচক কথাই থাকেনা প্রায় মুখে। কোন কারণেই আর শিক্ষার্থীদের উপর দোষ চাপাই না। পরিস্থিতিকে মেনে নিইনা, কাজের জন্য পরিস্থিতিকে বদলে নিয়ে কাজ করি অথবা পরিস্থিতিটাকেই কাজে লাগাই কাজের জন্য। চেষ্টার ত্রুটি রাখিনা। ঝেড়ে ফেলি ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা। বন্ধ রাখিনা নিজেকে। প্রতিটা দিন নতুন দিন। একটা নতুন কিছু করার তাগিদ। আমার কাছেই আমাকে প্রমাণ করতে হবে। তাই রোজ নতুন করে উপভোগ করছি শিক্ষণ-শিখন পক্রিয়াকে। সহকর্মীদের পড়ানর কৌশল জেনে নিই, বিষয় সংক্রান্ত মত বিনিময় করি। তাঁরাই হাতে তুলে দেন 'তোত্তো-চান', 'আপনাকে বলছি স্যার' বইগুলি। পড়ি আর মুগ্ধ হই মহান শিক্ষকদের জেনে। নিজেকে আরও বদলাই। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে জানতে চাই নতুন সিলেবাস পড়াতে সে কোন উপায় অবলম্বন করছে। কি পাইনি তার হিসাব মেলাতে বসিনা আর।

আমি ভাগ্যবান যে আমি নিজেকে বদলাতে পেরেছি। নিজেকে এই ভাবে দেখে ভালও লাগে। আমার কাজের দায় আমারই। আই অ্যাম রেসপনসেবল ফর মাইসেলফ অ্যান্দ মাই অ্যাকশন। কাজ করি আর মনে মনে ধন্যবাদ জানাই শিক্ষণ মন্দিরকে। কারণ নিজের ক্ষমতা আর দায়িত্বকে উপলব্ধি করেছি শিক্ষণ মন্দিরেই। কারণ শিক্ষণ মন্দির আমার ভিতর লুকিয়ে থাকা 'স্বচ্ছ আমি'কে চিনিয়েছে।

--সুব্রত ঘোষ ৯৫৩১৬১৪৩৪৮/ amarlekha2014subrata@gmail.com